crack Descriptive with crackEx

The great reckoning

Iran needs more freedoms and quick reforms, not another war

What began as a localised strike by shopkeepers in Tehran's Grand Bazaar on December 28 over the collapsing rial and soaring inflation has snowballed into the gravest challenge the Islamic Republic has faced since its founding in 1979. The scale and the persistence of protests laid bare deep-seated public resentment towards the state. Iran, long battered by stringent western sanctions, is grappling with entrenched economic distress that worsened after Israel's bombing campaign in June 2025. In December, the government raised fuel prices and rolled back some food subsidies, a move that, combined with surging prices of essentials, ignited public anger. Protests turned violent last week, prompting a brutal state crackdown. Rights groups in the U.S. and Norway claimed that hundreds of protesters were killed, while Iran's state media reported that dozens of security personnel were killed by "rioters". Iran has weathered internal upheavals before and has repeatedly faced external aggression, most recently the Israeli-American attack in June. But what makes the crisis now distinct is the convergence of both: domestic unrest unfolding along with the threat of external intervention. On January 13, U.S. President Donald Trump, who had repeatedly threatened to make a military intervention, urged the protesters to "take over" Iran's institutions and said "help is on its way".

Iran's political and economic system is unsustainable. Repeated protests have exposed structural weaknesses, while the state has shown little capacity to address public grievances. But the solution is not another bombing campaign. While Iran's rulers are under pressure, it is wrong to assume that they are internally isolated. About 30 million people, roughly 50% of the electorate, voted in the 2024 presidential elections. On January 12, thousands of Iranians took to the streets in pro-government rallies. Despite the Israeli bombings, sustained protests and Mr. Trump's threats, there are no visible cracks in the loyalty of the security apparatus. An American attack aimed at forced regime change would risk plunging the region into deeper chaos or throwing Iran into prolonged cycles of violence. Instead of "liberation" from the tyranny of theocracy, a war would bring more suffering to the people. Anyone with even a cursory understanding of U.S. invasions in Afghanistan, Iraq and Libya knows that regime change wars do not resolve internal political crises. Yet, the U.S. appears prepared to repeat the discredited and dangerous path. Those genuinely concerned about the well-being of Iran should instead press for engagement with its rulers and encourage meaningful reform. What Iran needs is quick, credible change to address its economic, political and social crises, a task Tehran can undertake only with foreign assistance – not with another imperial war.

crackEx

The Indian EXPRESS

Crack Vocab

- *Reckoning: A time when past mistakes or actions must be dealt with or punished.*
- *Snowballed: A situation that grows much bigger or more serious very quickly.*
- *Persistence: Continuing to do something even when it is difficult or people oppose it.*
- *Resentment: A feeling of anger because you feel you have been treated unfairly.*
- *Stringent: Very strict, precise, and exacting rules or conditions.*
- *Sanctions: Penalties or restrictions placed on a country to force it to obey international laws.*
- *Entrenched: An attitude or habit that is so firmly established that it is difficult to change.*
- *Subsidies: Money given by a government to keep the price of goods (like food) low.*
- *Upheavals: Violent or sudden changes or disruptions to a regular system.*
- *Convergence: The process of two or more things coming together at the same point.*
- *Unsustainable: Something that cannot be continued or maintained at the current level.*
- *Grievances: Real or imagined wrongs that cause people to complain or protest.*
- *Isolated: Being alone or far away from others; having no support.*
- *Electorate: All the people in a country who are entitled to vote in an election.*
- *Apparatus: The complex structure of a particular organization or government.*
- *Theocracy: A system of government in which priests or religious leaders rule.*
- *Cursory: Something done quickly or without much attention to detail.*
- *Discredited: Something that has lost its good reputation or is no longer believed to be true.*
- *Credible: Something that is able to be believed or trusted.*
- *Imperial: Relating to an empire or a country that tries to control other nations.*

The Brief Box

Iran's Crisis: A Need for Reform, Not War

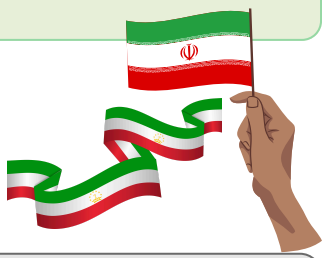

What started as a small strike by shopkeepers in Tehran on December 28 has grown into the biggest challenge for the Iranian government since 1979. The country is facing a major economic crisis with rising prices and a collapsing currency, made worse by international sanctions and recent military attacks. When the government raised fuel prices and cut food help, the public became angry, leading to violent protests and a harsh crackdown by the state. While some groups claim hundreds of protesters have died, the government reports that security officers have also been killed.

The situation is even more dangerous because U.S. President Donald Trump has suggested military intervention and encouraged protesters to take over government buildings. However, the article argues that another war is not the answer. It points out that many people still support the government and the military remains loyal. Instead of an outside attack, which could cause more chaos and suffering like in Iraq or Libya, the article suggests that Iran needs real internal changes and foreign help to fix its economic and social problems.

crackEx

শুল্কচাপের সামনে

দিল্লি আর ওয়াশিংটন ডিসি-র কর্তারা এই মুহূর্তে যখন ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসছেন, তাঁদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাতের ছায়া। আকস্মিক ভাবেই বিষম পরিস্থিতিতে পড়েছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। বাস্তবিক, এমন পরিস্থিতি বিশ্বকূটনীতিতে দুর্লভ, যেখানে দুই পক্ষেরই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও কূটনীতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, রাশিয়া থেকে ভারত তেল কিনলে ভারতের উপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক বসানো হবে। এর পরই দুই দেশের সরকারের মধ্যে বিরাট সক্রিয়তা। এতেই ইঙ্গিত, কেবল দিল্লিই মুশকিলে পড়েনি, আমেরিকার কর্তারাও সচেষ্ট কোনও মীমাংসা-পথ আবিষ্কারে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ট্রাম্পের পরবর্তী ঘোষণা: ইরানের সঙ্গে যে যে দেশ বাণিজ্যলিপ্ত তাদের উপর অতঃপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে— তালিকায় আছে চিনও! ভারতের বিষয়ে ঘোষণাটি সমাজমাধ্যমে এলেও এখনও পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। এও লক্ষণীয়, ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ও ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্জিয়ো গোর-এর ত্বরিত বৈঠকে আশার বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়োর সঙ্গেও ফোনে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর আলাপ সদর্থক অভিমুখে গিয়েছে। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কোনও না কোনও ভাবে একটি সদর্থক পথ বার হবে, দুই দেশের বাণিজ্যস্বার্থ ও কূটনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না।

বুঝতে অসুবিধা নেই, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণাটি কার্যে পরিণত হলে ভারতকে তা উভয়সঙ্কটে ফেলতে পারে। তখন সামনে সম্ভাব্য পথ থাকবে দু'টি— এক, আমেরিকার হুমকির সামনে মাথা নত করে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করা; এবং দুই, আমেরিকাকে অগ্রাহ্য করা। দ্বিতীয় পথে হাঁটার প্রত্যক্ষ পরিণতি, বৃহত্তম বাণিজ্যসঙ্গীর বাজারটিকে সম্পূর্ণ হারানো। ২০২৪-২৫ সালে ভারত আমেরিকায় ৮,০০০ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছিল, যা ভারতের মোট রফতানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। এই বাজার হাতছাড়া হলে ভারতকে নতুন বাজার ধরতে হবেই। পরোক্ষ বিপদটি সেখানে। বিপাকে পড়া ভারতের উপরে সম্ভাব্য বাণিজ্যসঙ্গী দেশগুলি এমন শর্ত চাপাতে চাইবে, যা দীর্ঘমেয়াদে ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হলে অন্তত সাময়িক ভাবে টান পড়বে দেশের ডলারের ভান্ডারেও। সাম্প্রতিক কালে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক একাধিক বার ডলার বেচে টাকার দাম স্থিতিশীল করেছে। সেই পথটি বন্ধ হলে টাকার আরও পতন প্রায় নিশ্চিত, ফলে আমদানি মহার্ঘতর হবে, এবং দেশের বাজারে মূল্যস্ফীতি ঘটবে।

অন্য দিকে, দিল্লি জানে ট্রাম্পের এই চাপের কাছে নতিস্বীকারের অর্থ কত ভয়ানক। তার সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক ফল বাদ দিলেও প্রত্যক্ষ প্রভাবগুলিই বিপজ্জনক। প্রথমত, অন্যান্য তেল রফতানিকারী দেশের তুলনায় রুশ তেলে ভারতের সাশ্রয় হয় গড়ে দশ শতাংশ। সেটি বন্ধ হয়ে গেলে তেল আমদানির খরচে ১১-১২ শতাংশ বৃদ্ধি হবে— যার ফলে হয় বাজারে তেলের দাম বাড়াতে হবে, নয়তো সরকারকে তেল পরিশোধনকারী সংস্থাগুলিকে বিপুল ভর্তুকি দিতে হবে। দু'টি বিকল্পের একটিও কাম্য নয়। আমদানির খরচ বাড়লে স্বভাবতই টাকার সাপেক্ষে ডলারের দাম বাড়বে, যা প্রভাব ফেলবে সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপরে। পাশাপাশি, ভারতের আর্থিক ভবিষ্যৎ বিষয়ে সংশয় তৈরি হবে, বিদেশি পুঁজিও উদ্বিগ্ন হবে। ইতিমধ্যেই সেই পুঁজি ভারত ছাড়তে আরম্ভ করেছে, বিপদ আরও ঘনালে তা আরও গতিশীল হবে। সব মিলিয়ে ‘বিশ্বগুরু’ হিসাবে নিজের দুন্দুভি-বাদক নরেন্দ্র মোদী নিশ্চয় টের পাচ্ছেন যে, তাঁর ‘পরম মিত্র’ ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এমন একটি সঙ্কটে, স্বাধীনতার পর বিগত আশি বছরের ইতিহাসে যার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।